যুগান্তর

14 MAR 2012

নতুন শিক্ষা আইনে প্রস্তাবনা

# দশম শ্রেণীতে আর এসএসসি পরীক্ষা থাকবে না

যুগান্তর রিপোর্ট

দশম শ্রেণীতে আর এসএসসি পরীক্ষা থাকবে না। হবে সমাপনী পরীক্ষা। এর পরিবর্তে দ্বাদশ শ্রেণীতে নেয়া হবে এসএসসি পরীক্ষাটি। সেক্ষেত্রে এইচএসসি পরীক্ষাটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই প্রস্তাবনাসহ একটি শিক্ষা আইন তৈরি করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে মঙ্গলবার বিকালে ওই আইন প্রণয়ন কমিটির এক সভা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, শিক্ষানীতিতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর পুনর্নির্ধারিত রয়েছে। এই বিষয়টি বাস্তবায়ন করতেই এসএসসি পরীক্ষা স্তরের পেশে নিতে হচ্ছে। এছাড়া প্রস্তাবিত আইনে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের নয়া প্রস্তাবনা রয়েছে। দেশের সব সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হবে। দুই বছর মেয়াদি। ৬ বছর বয়স থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। আর প্রাথমিক শিক্ষা হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। অষ্টম শ্রেণী শেষে বর্তমান সমাপনী পরীক্ষা বহাল থাকবে। ২০১৮ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এসব প্রস্তাবনা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, খসড়াটি আপাতত গ্রহণ করা হয়েছে। এটিই চূড়ান্ত নয়। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে খসড়াটির ওপর সংশ্লিষ্ট সবার মতামত নেয়া হবে। পরে তা সমন্বয় করে ২৮ মার্চ আরেকটি বৈঠক হবে। ওই বৈঠকের পর শিক্ষা আইনটি বাস্তবায়নের জন্য গঠিত জাতীয় কমিটির কাছে জমা দেয়া হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়াটি তৈরি করেছে এ সংক্রান্ত উপ-কমিটি। মঙ্গলবার বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে উপ-কমিটির বৈঠক হয়। শিক্ষা সচিব ও শিক্ষা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত উপ-কমিটির আহ্বায়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে ৩১ পৃষ্ঠা ও ২২টি অধ্যায় রয়েছে। শিক্ষা আইনের খসড়া পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, মাদ্রাসা ও নৈতিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও বিজ্ঞান শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, আইন শিক্ষা, ক্রীড়া শিক্ষা, স্কাউট, গার্লস গাইড ও শারীরিক শিক্ষা, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের মর্যাদা ও দায়িত্ব, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা প্রশাসন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, জাতীয়করণ ও প্রদ্বাণার স্থাপন, নারী শিক্ষা ও শিক্ষা আইনের কার্যকারিতা, রহিতকরণ ও হেফাজতের বিভিন্ন ধারা বর্ণনা করা হয়েছে।

এই কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষা আইনে বিভিন্ন বিষয় যুক্তুক্ত করা হয়েছে। এমনকি শিক্ষার্থীরা কি রকম পোশাক পরবে, প্রতিবন্ধীদের ভূমিকা কি হবে, শিক্ষকরা কিভাবে শাস্তি না দিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াবেন তারও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পরবর্তী সভায় খসড়া চূড়ান্ত হলে এটি জনগণের মতামত নেয়ার জন্য ওয়েবসাইটে দেয়া হবে।